নারিকেলে মাইট (মাকড়) দমন কলাকৌশল

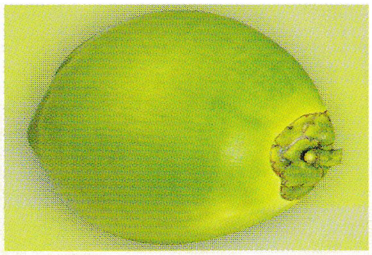

সুস্থ ডাব

- নারিকেলের ক্ষতিকারক পেস্ট হলো মাইট বা মাকড়। এর আক্রমণের ফলে নারিকেলের ফলন ৩০-৪০ ভাগ কমে যায়, ফলের আকার ছোট হয় এবং শাঁস পাতলা হয়। নারিকেল মাইট 'ইরিওফিড' নামে পরিচিত, যা অন্য মাইট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আকারে খুবই ছোট এ মাইট খালি চোখে দেখা যায় না।
- কচি নারিকেল ধরার সঙ্গে সঙ্গে মাইট বোটার অংশের উপরিভাগের ক্যাপ বা খোলসের নিচের অতি নরম অংশে অবস্থান নেয় এবং রস চুষে খায়।
- নারিকেল বা ডাবের গায়ে গাঢ় বাদামী ছোবড়া ছোবড়া দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে তা মাইট আক্রমণের লক্ষণ। আক্রমণের মাত্রা অত্যধিক হলে কচি অবস্থায় মাটিতে অপুষ্ট ডাব ঝরে পড়ে। যেগুলো টিকে যায় সেগুলোও আকারে ছোট ও চামড়া খসখসে হয়ে যায়।
- একই গাছের বা পার্শ্ববর্তী গাছ থেকে মাইট বাতাসের মাধ্যমে, মৌমাছি, বোলতা বা পাখির মাধ্যমে অন্য গাছে অথবা অপর বাগানে ছড়াতে পারে।

মাইট আক্রান্ত ডাব

নিয়ন্ত্রণ/দমন ব্যবস্থা ঃ

১। বাগান স্বাস্থ্যসম্মত রাখা ঃ নারিকেল বাগান বা গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। এ লক্ষ্য অর্জনে গাছের নিচে মাইট দ্বারা আক্রান্ত ঝরে পড়ে থাকা অপুষ্ট ডাবগুলো কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গাছে সময়মত, পরিমিত প্রয়োজনীয় খাদ্য/সার প্রয়োগ করা হলে এবং প্রয়োজনীয় সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে নারিকেল গাছ ও ফলের বৃদ্ধি বেশি হয়।

খাটো জাতের নারিকেল গাছে ৩ বছরের মধ্যে গোড়া থেকে ফল দেয়। এ জাতের নারিকেল গাছে মাইটের উপদ্রব কম হয়। ফলন বেশি দেয় এবং গাছ আকারে খাটো হওয়ায় মাইট দমন করা সহজ। আসুন সবাই মিলে খাটো জাতের নারিকেল গাছ লাগাই।

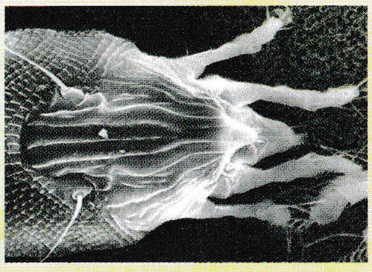

কোকোনাট মাইট *Aceria guerreronis*

২। জৈবিক মাকড়নাশক ব্যবহার ঃ

আক্রান্ত নারিকেল গাছ ২% নিম তেল, রসুন এবং সাবানের মিক্চার দিয়ে স্প্রে করে সফলভাবে মাইট দমন করা যায়। এ জন্য ১০ লিটার পানিতে ২০ মিলি নিম তেল, ২০ গ্রাম পরিষ্কার রসুন বাটা ও ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সাবান একত্রে মেশাতে হয়। প্রথমে ৫ গ্রাম কাপড় ধোয়া সাবান ৫০০ মিলি পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে ২০ মিলি নিম তেল মেশাতে হয়। এরপর রসুন বাটার সাথে সাবান পানি ও নিম তেল মিশিয়ে আরো পানি যোগ করে ১০ লিটার মিশ্রণ পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে স্প্রে করতে হয়। এ মিশ্রণ তৈরীর পরপরই স্প্রে করার কাজ সমাধা করতে হবে। তৈরিকৃত মিশ্রণ রেখে দিয়ে পরের দিন ব্যবহার বা বাসি করে ব্যবহার করা যাবে না।

স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কেবল মাত্র ফুল-ফল ধরার কাঁদিতে এবং উপরের বর্ধনশীল ডগার কচি পাতায় স্প্রে করে আক্রান্ত অংশগুলো ভালোভাবে ভেজানো হয়। শীতের আগে (অক্টোবর/নভেম্বর)ও শীতের পরে (মার্চ/এপ্রিল) বছরে দু'বার স্প্রে করতে হবে। নারিকেলের পুষ্পমঞ্জুরী এবং উপরের কচি ডগার নরম অংশ ছাড়া অন্য অংশে স্প্রে করার প্রয়োজন নেই। কেননা, বাকি অংশে নারিকেলের মাইট থাকে না।

৩। রাসায়নিক দমন ব্যবস্থা ঃ মাইট দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি হারে এ্যাবামিকটিন (ভার্টিমেক/লিকার) অথবা প্রপারজাইট (ওমাইট/সুমাইট) গোত্রের মাইটনাশক দিয়ে ডাবের ছড়ায় কচি অবস্থায় স্প্রে করুন। এছাড়াও নারিকেলের ৩-৪ টা তাজা শিকড় কেটে ভার্টিমেক/ওমাইট মিশ্রিত বোতলে ডুবিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে রেখে দিলেও কার্যকরভাবে নারিকেলের মাইট দমন করা যায়।

❖ নারিকেল গাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যাঃ

ক) নারিকেলের বিভিন্ন অংশের উপাদান দিয়ে তৈরি ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে নারিকেল বাগানে সারাবছর ব্যবহার করতে হবে।

খ) বর্ষার আগে ও পরে ২০ কেজি জৈব সার, ১ কেজি করে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও ১০০ গ্রাম করে বোরন ও দস্তা সার ব্যবহার করতে হবে। সাথে ১০০ গ্রাম দানাদার কীটনাশক (ফুরাডান/বাসুডিন) উইপোকা দমনে ব্যবহার করুন।

গ) শুকনা মৌসুমে বাগানের মাটিতে রসের পরিস্থিতি বুঝে প্রতি গাছে সপ্তাহে একবার সেচ দিতে হবে।

ঘ) গাছের গোড়ার চারদিকের মাটিতে পানি সংরক্ষণের জন্য মালচিং-এর ব্যবস্থা নিতে হবে। গোড়া থেকে প্রায় ২ মিটার ব্যাপী স্থান নারিকেল ছোবড়া দিয়ে অথবা নারিকেল পাতা/সবুজ সার/ সবুজ লতা পাতা দিয়ে তৈরি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে অথবা কোকোডাস্ট দিয়ে মালচিং করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

'মোবাইল টাওয়ারের কারণে ডাব/নারিকেল খসখসে বাদামি এবং খয়েরি দাগ পড়ে ফলন কমে যাচ্ছে' কথাটি সত্য নয়। ক্ষুদ্র মাকড়ের (মাইট) আক্রমণে এটা হয় যার ফলে নারিকেলের আকার ছোট ও শাঁস পাতলা হয়।

প্রচারে ঃ

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

কক্ষ নং-৭৩১, মধ্য ভবন (৭ম তলা), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

ফোন: +৮৮ ০২-৫৫০২৮৩৪৮, ই-মেইল: pdyrfp@gmail.com